দৈনিক
জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
The Daily Janakantha
ঢাকা
রবিবার
৮ মাঘ
১৪২৪ বঙ্গাব্দ

# উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বমানে উন্নীত করার কাজ চলছে

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সরকার গুরুত্ব দিয়েই এ খাতকে তদারকি করছে। বর্তমান সরকার উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনেকগুলো সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে এবং এগুলোর গুণগত মান ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শনিবার রাজধানীর বাড্ডায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশের উচ্চ শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এগিয়ে

## ইউআইইউর সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

আসার জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, দেশে শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ এখনও উচ্চশিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের কল্যাণে

*(৪ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)*

## উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কাজ করতে হবে। তবেই দেশের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। সমাবর্তনে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ রাজা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. চৌধুরী মফিজুর রহমান এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ফরিদুর রহমান খান প্রমুখ। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বিদ্যুত বিভাগের সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

সমাবর্তনে ৯৬২ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ৪ জন কৃতী শিক্ষার্থীর মাঝে স্বর্ণপদক বিতরণ করেন। সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিত করতে মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে, সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি অনুকরণীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি অব্যাহতভাবে উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

যেসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও আইন মেনে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি তাদের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশি দিন চলতে পারবে না। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চায়, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনও যায়নি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছে তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই।

সরকারের নেয়া উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতে পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। এর মাঝে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সারাবিশ্বে অতুলনীয় বলে বিশ্ব সংস্থাসমূহ বিবেচনা করছে।

এছাড়া যথাসময়ে ভর্তি, ক্লাস শুরু, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু, স্কুলভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষার প্রবর্তনসহ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন এ্যাক্রিডিটেশন আইন প্রণয়ন ইত্যাদি শিক্ষায় শৃঙ্খলা এবং মান উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।